দর্শনা থানার ওসি বদলি

দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর হঠাৎ বদলি আদেশ হয়েছে।

গতকাল বিকাল ৪টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার এর মাধ্যমে এ বদলি আদেশ পঠানো হয়েছে। তবে কোন থানায় তাকে বদলি করা হয়েছে তা জানা যায়নি। একটি সুত্র বলছেন, আপাতত তাকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনে নেওয়া হতে পারে।

তিনি গত ০৬/১০/২০২৪ তারিখ দর্শনা থানায় যোগদান করেন এরপর গতকাল বুধবার বদলি আদেশ পেলেন। কি কারণে তাকে হঠাৎ বদলি করা হলো তা জানা সম্ভব হয়নি।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন, এখানে ১৩ মাস হয়ে গেছে। তাছাড়া এটা আমাদের রুটিন মাফিক নিয়ম অনুযায়ী বদলি হয়েছে। চাকুরীর নিয়মই এমন। আপাতত তাকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনে যেতে হবে। পরবর্তীতে জানা যাবে কোথায় যেতে হবে।

দর্শনায় তুলা চাষী প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দর্শনায় তুলা চাষী প্রশিক্ষণ ২০২৫-২৬ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৪ টার পুরাতন বাজারে তুলা চাষীদের নিয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় তুলা উন্নয়ন বোর্ড (চুয়াডাঙ্গা জোন) এর কটন ইউনিট অফিসের প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা কৃষিবিদ সেন দেবাশীষ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের উপ-পরিচালক মোঃ কুতুব উদ্দীন। এসময় তিনি চাষীদের বলেন, আমাদের দেশে যে পরিমাণ তুলা উৎপাদন হয়

তা এদেশের চাহিদা মেটাতে পারে না। এজন্য বাইরের দেশ থেকে তুলা আমদানি করতে হয়। ফলে আমাদের দেশের টাকা বাইরের দেশে চলে যাচ্ছে।

সরকার তুলা চাষে চাষীদের আগ্রহ বাড়াতে অন্যান্য চাষের মতো তুলা চাষেও আধুনিক চাষ পদ্ধতি ও সরকারি প্রণোদোনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। যাতে করে আধুনিক তুলা চাষে অধিক লাভবান হওয়া সম্ভব হবে বলে আমরা আশাবাদী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ তুলার গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. এ কে. এম হারুন অর রশিদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, মুজিবনগর ইউনিটের কটন ইউনিট অফিসার আমজাদ হোসেন ও দর্শনা ইউনিট অফিসার মোক্তার হোসেন। এসময় দর্শনা ইউনিটের তুলা চাষীরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় জমি দখল ও প্রাণনাশের হুমকির প্রতিবাদে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা ঘুঘু ডাঙ্গায় ৫ দিন ধরে ৩টি পরিবার অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। ফলে তারা ঘর থেকে বের হতে পারছেন না এবং স্কুল ও মাদরাসায় যেতে পারছে না মমিনসহ ওই তিনটি পরিবারের সদস্যরা।

সেলিম কসাই ও নাসির কসাই গংয়ের বিরুদ্ধে জমি দখল ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ তুলে ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে দর্শনা পুরাতন বাজার দোয়েল চত্বরে এ মানববন্ধনে ভুক্তভোগী পরিবারসহ এলাকাবাসী অংশ নেন।

ভুক্তভোগী মমিন অভিযোগ করে বলেন, আমাদের পৈতৃক জমি দীর্ঘদিন ধরে সেলিম কসাই ও নাসির কসাই গং দখল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করায় আমাদের পরিবারকে নিয়মিতভাবে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন ইয়াছিন, জোসনা, ফাতেমা, রনি, জাহিদুল, খাদিজা, লামিয়া, আব্দুল্লাহ ও রানা সহ ভুক্তভোগী পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, আমরা ন্যায়বিচার চাই। প্রশাসনের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জমি উদ্ধার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয়রা অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহীদ তিতুমীরের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

দর্শনায় আহত দুইজনের পাশে দাড়ালেন বিএনপি নেতা মশিউর রহমান

দর্শনা রামনগর গ্রামের বিএনপি কর্মী মনিরুজ্জামান রুনু গত সপ্তাহে এক ভয়াবহ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় তার মাজা থেকে রানের হাড় ভেঙে যাওয়ায় বর্তমানে তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

এই দুঃসময়েও মানবতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির সম্মানিত সদস্য আলহাজ্ব মশিউর রহমান। তিনি নিজ উদ্যোগে রবিবার দুপুরে রুনুর বাড়িতে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থার খোজখবর নেন এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

এছাড়াও তিনি খোজ নেন দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর এলাকার মোঃ বকুল হোসেনের, যিনি কিছুদিন আগে গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনায় তার পায়ের হাড় কয়েক টুকরো হয়ে যায় এবং বুকের হাড় ডান পাশে ভেঙে ভিতরে ঢুকে যায়। এ সময় আলহাজ্ব মশিউর রহমান বকুলের কাছেও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেন এবং তার দ্রুত সুস্থতা কামনা

করেন।

এসময় তিনি বলেন, মানুষ মানুষের জন্য। রাজনীতি শুধু ক্ষমতার জন্য নয় মানবতার পাশে দাড়ানোর নামই প্রকৃত রাজনীতি। আমরা চাই, সমাজের প্রতিটি মানুষ একে অপরের দুঃসময়ে এগিয়ে আসুক।

উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির সদস্য রেজাউল ইসলাম, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি আরাফাত রহমান, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক লিংকন, ছাত্রনেতা আব্দুর রহিম মুন্না, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মুকিত হোসেন, থানা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শাহেদ ইসলাম সুজন, কুষকদল নেতা ইসরাফিল হোসেন ও যুবদল নেতা রকি প্রমুখ।

স্থানীয়দের মতে, আলহাজ্ব মশিউর রহমানের এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দর্শনায় মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় যুবক নিহত

দর্শনার সাড়াবাড়িয়ার মোড়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছাগলের সাথে ধাক্কা লেগে জীবন (৩৫) নামের একজন যুবক নিহত হয়েছে।নিহত জীবন দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের সেলিম হোসেনের ছেলে।

জানা যায়, গতকাল রবিবার বেলা ১২ টার দিকে মদনা থেকে সাড়াবাড়িয়া সড়কে যাওয়ার পথে সাড়াবাড়িয়া মোড়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছাগলের সাথে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে যায়। সাথে সাথে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায়। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকাল ৪টার দিকে তার মৃত্য হয়। গতকালই মদনা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

দর্শনা চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে যাওয়ার সময় গুলশানের আজিজুর রহমান গ্রেফতার

দর্শনা চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে ঢাকা গুলশানের বাসিন্দা আজিজুর রহমান (৫২) গ্রেফতার হয়েছেন।

গ্রেফতারকৃত আজিজুর রহমান নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও থানার কুতুবপুর এলাকার মৃত মতিউর রহমানের ছেলে।

রবিবার দুপুর ২টার দিকে দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশ দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে তাকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজিজুর রহমানের বিরুদ্ধে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানাসহ একাধিক থানায় বিভিন্ন মামলা রয়েছে। গ্রেফতারের পর তাকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন, আজিজুর রহমানের বিরুদ্ধে তেজগাঁওসহ বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে এবং তার বিদেশে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় আখচাষী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার লোকনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আখচাষী সমাবেশে অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৫ টার দিকে ২০২৪-২৫ আখ রোপন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আখ সরবরাহের লক্ষে আখচাষী সমাবেশ ও আলোচনাসভা অনুষ্টিত হয়। এ আখচাষী সমাবেশে বিশিষ্ট আখচাষি ও ইউপি সদস্য জনাব রিকাত আলীর সভাপতিত্বে এ সমাবেশ অনুষ্টিত হয়। এ আখচাষী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত থেকে আলোচনা করেন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর নবাগত ব্যাবস্হাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

এ আখচাষী সমাবেশে তিনি বলেন, আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আখ পরিধান করুন। তাহলে চিনিকলটির ক্রটি দেখা দিবে না, আপনাদের ভোগান্তিতে পড়তে হবে না।তাই মিলটি ভালো ভাবে চলতে হলে আপনাদের পরিষ্কার আখ মিলে পরিধান করতে হবে। এতে চিনির আহরণ বাড়বে আপনাদের ভোগান্তি কমবে। আপনাদের এ মিলটি টিকে থাকলে অত্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাবে। আপনারা বেশি বেশি আখ লাগান মিলটি বাঁচিয়ে রাখুন।

আখচাষীদের উদ্দ্যেশে আরও বলেন, আগামীতে আখের মৃল্য বৃদ্ধি করা হবে, তাই বেশি বেশি আখ লাগান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ভূঁইয়া ও ডিজিএম (সম্প্রসারণ) মাহবুবুর রহমান প্রমুখ। এ আখচাষী সমাবেশে প্রায় ২শ আখচাষী উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে ৩১ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৩১ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। শনিবার দুপুরের পর তাদের হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান জানান, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের প্রধান খুঁটি ৭৬ এর কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ৩১ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ, ১০ জন নারী, ৩ জন শিশু ও ২ জন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি রয়েছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের দর্শনা থানায় সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন লে. কর্নেল নাজমুল হাসান।

বস্তুনিষ্ঠতার সাথে সংবাদ পরিবেশন করাই সাংবাদিকদের মূল দায়িত্ব

সাংবাদিকদের কোনো দল নেই, তারা নিরপেক্ষ। বস্তুনিষ্ঠতার সাথে সংবাদ পরিবেশন করাই সাংবাদিকদের মূল দায়িত্ব।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন কেন্দ্রীয় জামায়াতে ইসলামীর শূরা সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির অ্যাডভোকেট মো. রুহুল আমিন।

তিনি বলেন, ৫ই আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যারা দলবাজি ও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাদের সবাইকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, সরকারি আমলা, বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক দুর্নীতিগ্রস্ত সবাই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন জেনারেলসহ বহু কর্মকর্তা আদালতের বাইরে হত্যা ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে কারাবন্দি আছেন। এর থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে বহু রক্তের বিনিময়ে আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। এখন এই বাংলাদেশ গঠনে আপনাদের নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সাংবাদিকতা করে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি টুকু। বিশেষ অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান, জেলা সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল এবং সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মো. আওয়াল হোসেন।

এছাড়া এসময় দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৩৮ বছর ধরে ১ টাকার গোল্লা তৈরি করে সংসার চালাচ্ছেন দর্শনার আকছেদ আলী দম্পতি

বর্তমান সময়ে যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আকাশছোঁয়া, তখনো দৃঢ় মনোবল ও পরিশ্রমের মাধ্যমে টিকে আছেন দর্শনার আকন্দবাড়িয়া নতুন পাড়ার প্রবীণ দম্পতি আকছেদ আলী ও তার স্ত্রী ছকিনা বেগম। দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে তৈরি করছেন ১ টাকা মূল্যের এই গোল্লা।

এই ছোট্ট পণ্যই তাদের সংসার চালানোর একমাত্র অবলম্বন। আকছেদ আলী জানান, জীবনের শুরুতে এই ছোট্র টং দোকান দিয়ে চায়ের

পাশাপাশি এই গোল্লা তৈরির কাজ শিখেছিলাম। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি সেই ঐতিহ্যবাহী পেশাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন।

তিনি বলেন, এখন সবকিছুর দাম বাড়ছে, কিন্তু আমি এখনো ১ টাকায় গোল্লা বিক্রি করি। এতে খুব বেশি লাভ না হলেও, আমাদের সংসার চলে যায়—এইটুকুই শান্তি।”

আকছেদ আলীর হাতে তৈরি গোল্লা স্থানীয় গ্রামে বেশ জনপ্রিয়। ফজরের নামাজ পড়ে ভোর থেকে সকাল ৭ টা পর্যন্ত এ গোল্লা বানায়। গোল্লা বানাতে বানাতে প্রায় ২-৩ গ্রামের মানুষ কিনতে ভীড় জমায়। অনেকে পুরনো দিনের ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য এখনো তার তৈরি গোল্লাই কিনে নেন।

এলাকার মানুষ জানান, আকছেদ আলী ও তার স্ত্রীর এই পরিশ্রম ও আত্মনির্ভরতার গল্প আজ অনুপ্রেরণার উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের তরুণ প্রজন্মও তাদের দেখে শিখছে পরিশ্রমের মর্যাদা ও আত্মনির্ভরতার গুরুত্ব।